দৈনিক খবর

তারিখ 28 AUG 1988
পৃষ্ঠা ১ ৬

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষকতাকে পেশা নয়, ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুন

–শিক্ষামন্ত্রী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে না নিয়ে ব্রত হিসেবে নেয়ার জন্য দেশের সকল শিক্ষকের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দারিদ্র্য পশ্চাৎপদতা, নিরক্ষতা, জরা, ব্যাধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে আজ আমাদের সকল প্রাণশক্তি উজাড় করে দিয়ে কাজ করতে হবে এবং মাতৃভূমিকে বাসোপযোগী করে তুলতে হবে। শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

শিক্ষকতাকে পেশা নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল রোববার সকালে ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল থেকে এ বছর এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাইরায় চৌধুরী, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ আ হ ম করিম। স্বাগত ভাষণ দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহঃ রবিউল ইসলাম খান। এ ছাড়া কৃতী ছাত্রদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন এ বছর এস এস সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী কৃতী ছাত্র মোস্তফা মুহাম্মদ রিয়াদ আরফিন। প্রধান অতিথিকে নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন ছাত্রদের পক্ষে মাইতুল হর্ক।

প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে শাণিত করে। তিনি ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের কৃতী ছাত্রদের অভিনন্দিত করে বলেন, এ দেশের সব স্কুলে সুরম্য ভবন নেই, মাঠ নেই, নেই অভিজ্ঞ শিক্ষকও। আমরা সকলের সমস্যা একেবারে সমধান করতে পারি না। তবু দেশের জনগণের অর্থে পরিচালিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আকাংখিত সুফল বয়ে আনতে পারে সেদিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, ল্যাবরেটরী হাইস্কুল এক ঐতিহ্যমন্ডিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা নীরবে নিভৃতে কাজ করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তার তুলনা হয় না।

তিনি গর্ব প্রকাশ করে বলেন, অনেকে বিদেশে পড়াশোনার জন্য পাঠান। কিন্তু যে দেশে ল্যাবরেটরী স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে বিদেশে পড়ানোর প্রবণতার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

তিনি বলেন, দুঃখের আঁধার কখনো স্থায়ী হয় না। আমাদের দেশে নৈরাজ্য ও হতাশার যে পরিস্থিতি চলছিলো তা কেটে যেতেশুরুকরেছে।

শিক্ষামন্ত্রী ল্যাবরেটরী স্কুলের উন্নয়নের জন্য ১০ লাখ টাকা অনুদান দেয়ার কথাও ঘোষণা করেন।

শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী নিতাইরায় চৌধুরী বলেন, মেধাবী জাতি গঠন করার জন্য আমরা শিক্ষা চাই। গৃহ শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রদের পড়ানো কোনো কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে না।

তিনি গ্রাম ও শহরাঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যেকার বৈষম্য দূরীকরণের উপর বিশেষভাবেশুরুত্বারোপকরেন।

শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশের প্রধান পরীক্ষকদের মধ্যে ছাত্রদের বেশী নম্বর প্রদানের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এ ধরনের প্রবণতা থেকে শিক্ষকদের বিরত থাকার জন্য তিনি আহবান জানান।

আ হ ম করিম বলেন, শুধু মেধা দিয়েই সবকিছু বিচার করা যায় না। তার সাথে যুক্ত থাকতে হবে উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, চরিত্র।

কৃতী ছাত্র মোস্তফা মোহাম্মদ রিয়াদ আরফিন বলেন, যে কর্মের স্বীকৃতি নেই সেই কর্মের কোনো প্রাণচাঞ্চল্য বা সজীবতাও নেই। ফলে সে কর্ম অর্থশূন্য। তিনি মূল্যায়নের মাপকাঠিতে বোর্ডের মেধা তালিকায় যারা স্থান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বোর্ডের সনদপত্রে তাদের দাপ্তরিক স্বীকৃতির কোনো রেওয়াজ নেই। যারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে কর্মজীবনে তারা যদি দাপ্তরিক স্বীকৃতি না পায় তাহলে সে স্বীকৃতির গুরুত্ব বাস্তবতার নিরিখে অর্থহীন। তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব রাখেন।

প্রধান অতিথি শেখ শহীদুল ইসলাম এ বছরে ল্যাবরেটরী স্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানকরেন।

পরে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।